ISSN 2321 8436

যুগ্ম সংখ্যা ১৭-১৮

২৫ বৈশাখ, ১৪২৮

১৬ নভেম্বর, ২০২১

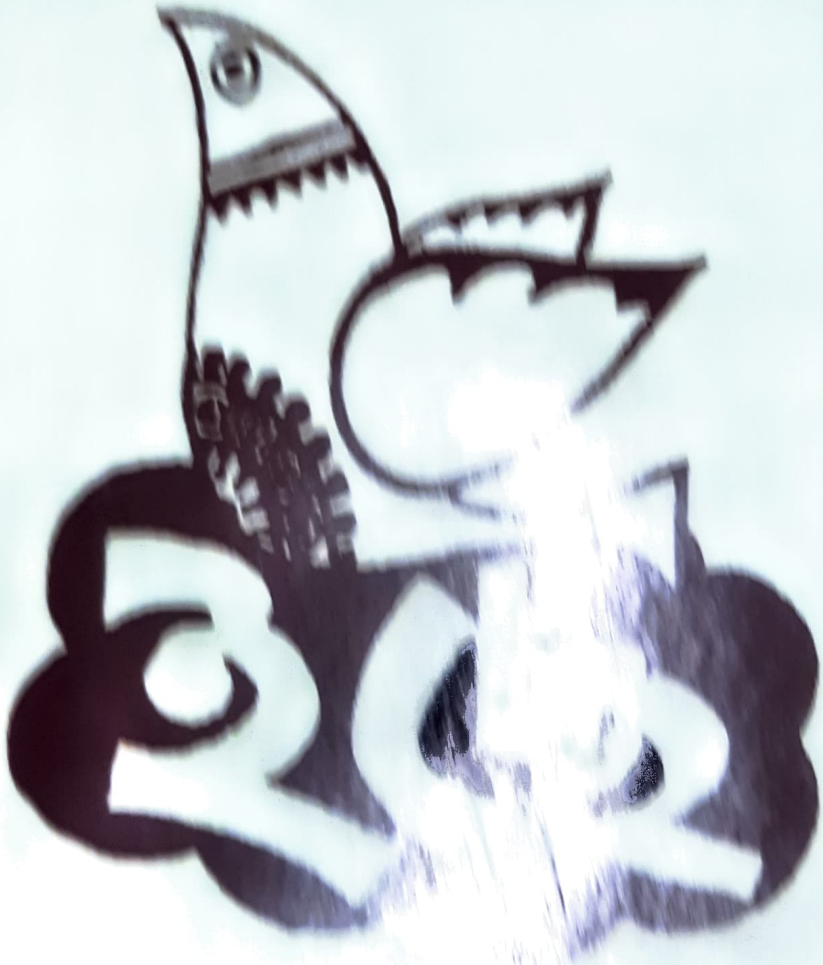

বাংলা বিভাগ

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

ISSN 2321-6409

যুগ্ম সংখ্যা ১৭-১৮
২৫ বৈশাখ, ১৪২৮
১৩ নভেম্বর, ২০২১

বাংলা বিভাগ

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

এই সংখ্যায়

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
সিরাজের 'পুষ্পবনে হত্যাকান্ড' — মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়	সুরজিৎ বসু	১
বর্ণপরিচয় ঃ 'জাতীয় উত্তরাধিকার'	ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	৬ ক-ঘ
বিভূতিভূষণের আরণ্যক ঃ ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে	শুক্লা বিশ্বাস	৭
মাকচক হরিণ : রাভা জনজাতির সংস্কৃতি বিবর্তনের ইতিহাস	হেমলতা কেরকেটা	১৩
প্রদোষে প্রাকৃতজন ঃ প্রদোষকালে ফিরে দেখা	বীথিকা সাহানা	১৯
রবীন্দ্রনাথ ঃ সাত দশকের বৈচিত্রময় কবি	কাজী মুজিবর রহমান	২৪
ভ্রমণ যখন গল্প	শুচিস্মিতা ভদ্র	৩০
নারীবাদী দৃষ্টিকোণ : মহুয়া পালা	বৈশাখী পাঠক	৩৪
দেশভাগের প্রভাব : পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে	শীলা খাটুয়া	৩৮
প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্ত'	রামপ্রসাদ বেরা	৪৫
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : একালের প্রেক্ষিতে	সুরজিৎ মাকাল	৪৯

ভ্রমণ যখন গল্প

শুচিস্মিতা গুহ

ভ্রমণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ যে ঘুরতে যাওয়া / পর্যটন / বেড়াতে যাওয়া তা আমরা সকলেই কম বেশি জানি। আরেক ধরনের ভ্রমণ হয় মনে মনে। কবি বলেছেন যে, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে। খুবই সত্যিই। মনে মনে আমরা স্বদেশে, বিদেশে, কল্পলোকে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করতে পারি। এ ধরণের ভ্রমণের সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা না করে, একটা কথা বলাই যায় এমন মানস ভ্রমণ তো বটেই, যে কোন বেড়ানোর খুঁটিনাটি তথ্য বোঝাই বই পড়তে ভ্রমণপিপাসু মন সব সময়ই রাজি। মনের ভ্রমণকে বাস্তবায়িত করতে হলে এমন একজন সঙ্গীর দরকার সব সময়ই। এমন, সঙ্গী বলো, বন্ধু বলো আর কে বা আছে বই ছাড়া ? বর্তমানে অবশ্যই আছে আমাদের মুঠোফোন, যাতে নেট ঘেটে বেড়ানোর আদি অন্ত সবই আমাদের নখদর্পনে, তবুও বই এর, কোন বিকল্প হয় না। তাই আজও ভ্রমণ কাহিনী, ভ্রমণ পত্রিকা হারিয়ে যায়নি। নতুন নামে, নতুন মোড়কে ভ্রমণ সাহিত্য আজও চির নবীন।

মানস ভ্রমণের পিছনেও থাকে কোন না কোন রসদ, যেমন সত্যিকারের শোনা কোন বেড়ানোর গল্প, কোনও বইতে পড়া অথবা ছবিতে দেখা বেড়ানোর ইতিবৃত্ত, এ ছাড়া আছে দূরদর্শনের কোন চ্যানেল অথবা কোন না কোন ছায়াছবির দৃশ্যায়ন। ভ্রমণ সাহিত্যে শঙ্কু মহারাজ, নবনীতা দেবসেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরো অনেক খ্যাতিমান লেখক লেখিকা রয়েছেন আমাদের সমৃদ্ধ করতে।

বই এর ক্ষেত্রে এমনই একটা বিখ্যাত বই হল ''ভ্রমণ সঙ্গী''। আমাদের বাড়িতে বইটা আছে। আমার মা বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। সময়, সুযোগ অনুকূল ছিল যখন, নিজের উদ্যোগে কিছু কিছু ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেছেন। সেই সব গল্প আজীবন তাঁর মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিল। যখনই সে সব কথা বলতেন, উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি অনুকূল না থাকার কারণে ভ্রমণ যখন বন্ধ, একবার সম্ভবত বই মেলা থেকে নিয়ে এসেছিলেন ''ভ্রমণ সঙ্গী''। মাঝে মাঝে পড়তেন আর মানস ভ্রমণে হয়তো বা সামিল হতেন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি থেকে এই বিখ্যাত ভ্রমণ সংক্রান্ত বইটি প্রকাশিত হয়। আমাদের বাড়ির বইটি ছিল ১৯৮৬ সালের প্রকাশনা। মাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, ওই বই এর সব তথ্য কতদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য থাকে ? এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক ভাবে আমাকে বিচলিত করেছিল ... এই একটা জায়গায় বই একটু পিছিয়ে রয়েছে। মা বলেছিলেন যে কিছু কিছু তথ্য অপরিবর্তিত থাকলেও যাতায়াত, থাকা, খাওয়ার খরচ ... এমন কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, সেটা ধরে নিয়ে বেড়ানোর itinerary তৈরি করতে হয়। জায়গার বর্ণনা, দর্শনীয় স্থান তো

সহকারি অধ্যাপক, নববালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

আর বদল হচ্ছে না !!! কারণ নতুন নতুন তথ্য বা আপডেটেড তথ্যের জন্য প্রতি বছরই বই-এর পরবর্তী সংস্করণ কেনা তো সম্ভবপর নয়; ভ্রমণমূলক ম্যাগাজিন তাও এই সমস্যার সুরাহা করে কিছুটা হলেও, বেড়ানোর নানা জায়গার, নিত্য নতুন তথ্য আমাদের কাছে পেশ করে থাকে।

নেটের ক্ষেত্রেও এই সমস্যার সমাধান রয়েছে, সেই মাধ্যম নতুন নতুন আপডেটেড তথ্য আমাদের দরবারে হাজির করে - লেখা, স্টিল ছবি, ছবির ভিডিও ইত্যাদি আরো আর্কষণীয় পরিবেশনার দ্বারা।

তবে তা সত্ত্বেও বই এর বিকল্প হয় না। কারণ নেট দুনিয়াও কখনও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়, সেখানকার পরিবেশনার আকর্ষণ বেশি হলেও সব তথ্য যে সঠিক নয়, সে খবরও আমরা পেয়ে থাকি, আছে নেটওয়ার্ক বা সংযোগ সংক্রান্ত অনেক গোলযোগ। বই যেসব সমস্যার থেকে অনেকটাই মুক্ত।

আমাদের বাড়িতে আরেকটি ভ্রমণ সমগ্র আছে, সেটিও মায়ের সংগ্রহ। অমূল্য সেই সমগ্র এখন আর প্রকাশিতও হয় না। আমি এক সময় খোঁজ নিয়েছিলাম, তখনই জেনেছিলাম এ ব্যাপারে। ২৪ (24) পর্ব বিশিষ্ট ভ্রমণমূলক সমগ্রটি হল ''রম্যাণি বীক্ষ্য''। লেখক শ্রী সুবোধ কুমার চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা ভ্রমণ সাহিত্য।

১৯১৮ সালের ১৫ই মার্চ, কোচবিহারের কাটামারি জমিদার পরিবারে শ্রী সুশীল চক্রবর্তীর ২য় পুত্র সন্তান সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর জন্ম হয়। রাজ্যের অন্যতম পুরোধা ছিলেন সুবোধ চক্রবর্তীর পিতা। তাঁদের পরিবারের সাথে কোচবিহার রাজপরিবারের সুসম্পর্ক ছিল। ওখানকার জেনকিন্স স্কুল থেকে পড়াশোনার পর ১৯৩৮ সালে ২০ বছরের যুবক সুবোধের বিয়ে হয়ে যায়। তারপর তিনি কলকাতায় আসেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে এলাহাবাদে, পন্ডিত নেহেরুর লিঁয়াজো অফিসারের ভূমিকা পালন করেন কিছুদিনের জন্য, এরপর যোগ দেন রেলওয়ে বোর্ডে। টুন্ডলাতে ছিলেন বেশ কিছুদিন, এরপর পাকাপাকি ভাবে, ইস্টার্ন রেলওয়েতে কাজ নিয়ে চলে আসেন আসানসোল।

এখানেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্য চর্চা। আসানসোলের জি. টি. রোড ও ইয়েল রোডের সংযোগস্থলের বাংলোতে বনফুল সহ অনেক বিশিষ্ট সাহিত্য ব্যক্তিত্বের আনাগোনা ছিল। রেলের কাজ নিয়ে ১৯৫৩-৫৪ সালে দক্ষিণ ভারতে যেতে হয় তাঁকে। ফিরে এসে সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলেন, সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। ১৯৫৪ সালে কলকাতার এক পত্রিকার ''শনিবারের চিঠি'' নামক বিভাগে ছেপে বেরনোর পর, অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায় সেই লেখা। এরপর পাঠকের অনুরোধ রক্ষার্থে ধারাবাহিক ভাবে বেরতে শুরু হয় তাঁর রচিত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। ১৯৫৫ সালে ''শনিবারের চিঠি'' র সম্পাদক, শ্রী রজনীকান্ত দাশ মহাশয়, তাঁর নিজের প্রকাশনা - রঞ্জন পাবলিশার্স থেকে প্রথম পর্বটি বই আকারে ছেপে বের করেন।

প্রথম সংস্করণ হিসাবে ছাপা হয়েছিল ১১০০ কপি। এরপর ২য় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ২২০০ কপি .... সব বিক্রি হয়ে যায়। পাঠক মুগ্ধ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা ভ্রমণ সাহিত্য পাঠ করে।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বই আকারে ছেপে বেরনোর পর, লেখক তাঁর পরবর্তী কাহিনীর নাম ঠিক করেন, মহাকবি কালীদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" এর এক বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় শ্লোক থেকে। শ্লোকটি হল - "রম্যাণি বীক্ষ্যে মধুশ্চারং নিশম্য শব্দান"। কবিগুরু এই "রম্যাণি বীক্ষ্য" শব্দ বন্ধের অনুবাদ করেছিলেন 'সুন্দর নেহারি'। অর্থাৎ নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনা। যেমন - কালিন্দী পর্ব, অবন্তী পর্ব, মগধ পর্ব, কামরূপ পর্ব, উৎকল পর্ব ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম যখন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করেন, লেখকের মনে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের রেশ ছিল, কারণ তথাকথিত ভ্রমণ বর্ণনার থেকে তার রচনা ছিল ভিন্ন ধরনের, কিন্তু পরবর্তীকালে পাঠককুলের সর্বাত্মক গ্রহণে সব সংশয় কেটে যায়, তার জায়গায় দখল নেয় আরো লেখার নতুন উৎসাহ। সেই মতো পরবর্তীকালে প্রতি বছর দুবার করে ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরতে যেতেন, ফিরে এসে অবলীলায় লিখে ফেলেছিলেন অবিস্মরণীয় আরো অনেক পর্ব।

চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লেখক সল্টলেকে বসবাস করতে শুরু করেন। সেই সময় মাঝে মধ্যে জন্মস্থান কোচবিহারে গেলেও বেশিদিন থাকতেন না। ১৯৯২ সালের ১৮ই জানুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন।

সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর সব থেকে বড় সাফল্য ভিন্ন ধারার ভ্রমণ সাহিত্যের প্রবর্তক রূপে। ধনী মামা অঘোর গোস্বামী, তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাতানো ভাগ্নে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল পেশায় কেরানির কাজ করে, সে লোকাল ট্রেনের যাত্রী। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে সে উঠে পড়ল। এ ভাবেই শুরু হল গোপাল আর স্বাতির অভিযান। প্রতি পর্বে গোপাল ও স্বাতির সম্পর্কের রসায়ন অন্য মাত্রা দিয়েছে পর্বগুলিকে। তাদের দুজনের চোখ দিয়ে এখানে পাঠকের ভারত দর্শন হয়েছে। লেখক কোথাও সেই অর্থে গাইডের কাজ করেননি। হোটেলের খরচা, তার নাম, দ্রষ্টব্য স্থানের প্রবেশ মূল্য নিয়েও রচনা দীর্ঘায়িত করেননি। গ্রন্থকার এই বইতে একদিকে যেমন ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে সমকালীন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও করেছেন। যে কোন জায়গায় সর্বাঙ্গীন আলোচনার ফলে পাঠকের কাছে অতীত ও বর্তমানের ভারতের সামগ্রিক ছবি ফুটে উঠেছে। আর এখানেই এই বই অন্যান্য ভ্রমণ কাহিনীর থেকে স্বতন্ত্র। লেখকের আরো রচনা থাকা সত্ত্বেও তিনি "রম্যাণি বীক্ষ্য" গ্রন্থের লেখক হিসাবেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন

হয়েছিলেন।

লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে... শাশ্বত ভারত, সৌর পুরাণ, মেঘ, আমাদের দেশ, কী মায়া, তুঙ্গভদ্রা, অন্য এক দেশ, সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত, পুরাভারতি ইত্যাদি, ইত্যাদি। রচনাগুলি অধিকাংশই ভ্রমণকেন্দ্রিক।

জন্ম শতবর্ষ অতিক্রান্ত সাহিত্যিক সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর জীবন ও সৃষ্টি নতুন প্রজন্মের কাছে একেবারেই অজানা, অচেনা। তাঁকে গভীর ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় কী ভাবে সংসারে থেকেও মানুষ হয়ে উঠতে পারে পথের সাথী।

রম্যাণি বীক্ষ্য সমগ্র :-

অন্ধ্র পর্ব, তামিল পর্ব, কেরল পর্ব, কর্ণাট পর্ব, কালিন্দী পর্ব, রাজস্থান পর্ব, সৌরাষ্ট্র পর্ব, কোঙ্কণ পর্ব, অবন্তী পর্ব, উৎকল পর্ব, মগধ পর্ব, কোশল পর্ব, হিমাচল পর্ব, কাশ্মীর পর্ব, কামরূপ পর্ব, গৌড় পর্ব, ভাগিরথী পর্ব, হিমালয় পর্ব, মরুভারত পর্ব, প্রাচী পর্ব, কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব, অরণ্য পর্ব, নেপাল পর্ব ও ভুটান পর্ব।